নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃঃ ৯৭-১১২
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের বস্তিজীবন প্রসঙ্গ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এ এইচ এম জেহাদুল করিম*

১. ভূমিকা ও গবেষণা পটভূমি

পৃথিবীর অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও অতি দ্রুত ক্রমসম্প্রসারিত নগর উন্নয়নের কারণে, শহরগুলোতে প্রচণ্ড গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই শহুরে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি এমন এক মারাত্মক আকার ধারণ করে চলেছে যে তা মূলতঃ শহর ও নগর জীবনের পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে (Mangin 1967, 1972; Harris 1990)। তৃতীয় বিশ্বের নগর-সমাজগুলোতে এই অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণগুলো হলো: প্রথমতঃ এইসব দেশের পল্লী-এলাকা থেকে প্রতিনিয়ত ভূমিহীন কৃষকগণ সম্পূর্ণভাবে জমি থেকে উৎপাটিত হয়ে প্রকট আর্থিক সংকটাপন্ন অবস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজতে শহরে চলে আসছে। দ্বিতীয়তঃ এইসব পল্লী এলাকায় গ্রামবাসীদের নিজস্ব কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমাগতভাবেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে (দ্রষ্টব্য: Butterworth and Chancer 1981; Gilbert and Gugler 1987)। এমতাবস্থায়, গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের ধারাবাহিকতায়, অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবকাঠামো-ভিত্তিক তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোর উপর বহুমুখী চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মধ্যে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এবং অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব জনগোষ্ঠী সংগত কারণেই, নাগরিক জীবনের সার্বিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে, শহরের কেন্দ্রস্থলে গড়ে ওঠা বস্তিগুলোর মধ্যে এক দুর্বিষহ মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে (দ্রষ্টব্য: Karim et.al. 1997; Mahbub and Islam 1997)। এই প্রেক্ষাপটে, আলোচ্য প্রবন্ধটিতে, 'বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা' এবং 'মালয়েশিয়ার বন্দর নগরী পেনাং সিটি'তে গড়ে ওঠা বস্তি এবং স্কোয়াটার জীবন সম্পর্কে একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তি বলতে সম্পূর্ণভাবে অবিন্যস্তভাবে গড়ে ওঠা সম্মিলিত এলাকাকে বুঝায়। বস্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে Nel Anderson (1970) বলেন যে, দারিদ্র্যই হলো বস্তিবাসীদের বিশেষ প্রলক্ষণ। স্কোয়াটার শব্দটির অর্থ হলো বে-আইনিভাবে অন্যের জমিতে বসবাস করা, এবং এই অবৈধ জমি এই ক্ষেত্রে, সরকারী বা বেসরকারী যে কোনও ধরণেরই হতে পারে (দ্রষ্টব্য : Abrams 1970)। সাধারণত: স্কোয়াটারগুলো শহরের এলাকায় গড়ে ওঠে এবং গ্রামে কর্মসংস্থান করতে না পেরে এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার মধ্যে পতিত হয়ে কোনও উপায়ান্তর না দেখে এরা নিজ গ্রাম থেকে অভিবাসনের মাধ্যমে শহরে চলে আসে। মালয়েশিয়াতে অবশ্য স্কোয়াটার বলতে তাদেরকেই বুঝায় যারা সরকারী জমির উপর বসবাস করে এবং এক্ষেত্রে তাদের Temporary Occupacy License or TOL প্রদান করা হয় (দ্রষ্টব্য : Wan Halim 1982)। এখানে উল্লেখ্য যে পেনাং শহরের তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়েছে ১৯৯৬-৯৭ সালে[১], এবং ঢাকা শহরের তথ্যগুলো সংগ্রহ করা

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
E-mile : ahmzkarim@yahoo.com

হয়েছে ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে[২]। মাঠ-পর্যায়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে, এই গবেষণার সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার কতিপয় উন্নয়নশীল দেশে বস্তি সম্পর্কিত গবেষণা, এর সংজ্ঞায়ন এবং ধরণ

আজকের তৃতীয় বিশ্ব বলে কথিত, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে, বস্তি এবং squatter বিষয়টি নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; কেননা, এই দেশগুলোতে বস্তি ইস্যুটি বর্তমান সময়ে এক মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে, তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে বস্তি সমস্যা ধীরে ধীরে এক বৈচিত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশও এই সমস্যায় পতিত হয় বলে জানা যায়, এবং এই প্রেক্ষাপটে অনেক সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজ 'প্রত্যক্ষন-ভিত্তিক' তথ্য প্রদান করেন (দ্রষ্টব্যঃ Abrams 1970; CUS 1982; Islam, F 2001; Islam, N 1997; Karim et.al. 1997)। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকের পূর্বে, বস্তিজীবনকে কেন্দ্র করে কিছু বিক্ষিপ্ত গবেষণা যদিও সম্পন্ন হয়েছে, তথাপি এটা যথার্থভাবে সত্য যে ১৯৬০ এর দশকের আগে, এই সম্পর্কে নিঁখুতভাবে মৌলিক কোন গবেষণা হয়নি বললেই চলে। অন্যদিকে, ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে আবার যে মৌলিক, গবেষণাগুলো গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছিল, সেগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল মূলতঃ দক্ষিণ আমেরিকা (দ্রষ্টব্যঃ Mangin 1967, 1972)। এই প্রেক্ষাপটে বস্তুতঃ এশীয় বস্তিজীবন গবেষণা প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিতই রয়ে যায়। অথচ, এশীয় শহরগুলোর বস্তিবাসন, দক্ষিণ আমেরিকায় বস্তি জীবনের চাইতে আরও বেশী সমস্যাসংকুল। সঙ্গত কারণেই এই বিষয়টিকে এশীয় প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধানের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।

গবেষকদের মধ্যে অনেকেই বস্তি সমস্যার জন্য, দ্রুত নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত শহরায়নকেই বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। এমন কি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের মানুষকেও বস্তি জীবনে বসবাসে বাধ্য করছে বলে তাঁদের ধারণা। তবে তৃতীয় বিশ্বে বস্তি গঠনের মূল কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে এই অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, 'গ্রামীণ কৃষি জনগোষ্ঠীর অনেকেই গ্রামীণ জোতদারদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সর্বশান্ত বা উৎখাত হয়ে কর্মহীন অবস্থায় শহরে আশ্রয় খুঁজতে এসে, বস্তি গঠন করতে বাধ্য হয়' (Karim et.al., 1997)। Moha Asri Abdullah Ges Mohd Isa bin Haji Bakar ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ার পেনাং শহরে বসবাসরত বস্তিবাসীদের উপর এক বিস্তৃত গবেষণা সম্পাদন করেন, এবং তাঁদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে এইসব বস্তিবাসীদের অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী উপশহর বা Peri-Urban এলাকা থেকে শহরে অভিভাষণ করে চলে আসে (দ্রষ্টব্যঃ Moha Asri and Mohd Isa 1997)। Moha Asri এবং Mohd Isa পেনাং শহরের স্কোয়াটারবাসীদের আবাসিক সমস্যার উপর গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, গবেষকদ্বয় বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের চার ধরণের আবাসনকে

চিহ্নিত করেছেনঃ যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সরকারী ভূমি দখলকারী অবৈধ বসবাসকারীরা অন্যতম। তাদের পরিসংখ্যানে উদ্বৃত হয় যে, শুধুমাত্র পেনাং শহরেই এই ধরনের ৪,৩৯৪ টি স্কোয়াটার পরিবারের মধ্যে মোট ২৭,৬৯৩ জন মানুষ বসবাস করছে। অন্য একজন গবেষক (Wan-Halim 1982) বস্তিবাসীদের জীবন-চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা; এবং তাঁর ধারণা এইসব বস্তি বাসীরা শহরের মূলধারায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী হতেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন, এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা শহরের মুল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা। অন্যদিকে, অনেকটাই সাধারণীকরণের মাধ্যমে, গবেষক Abrams (1964) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বস্তিবাসীদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকলেও, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে, তারা অপেক্ষাকৃত 'দরিদ্র-মর্যাদা' সমভাবাপন্ন মানুষ। তিনি তাঁর গবেষণায় অবৈধ বস্তিতে দুই ধরনের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ করেন। তাদের মধ্যে, অনেকে অবৈধভাবে বসবাসের জন্য সাময়িকভাবে সরকারী বা বেসরকারীভাবে পরিত্যাক্ত জমিতে বসতি স্থাপন করে থাকে, অন্যদিকে তাঁদের মধ্যে আর একটি বিশেষ শ্রেণি-অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। লক্ষ্য করা যায়, যারা সম্পূর্ণভাবে 'সাধারণ ভাসমান মানুষ' এবং তারা সুবিধাভিত্তিক পরিত্যাক্ত খালি জমিতে তাদের নিজস্ব কুঁড়েঘর তৈরি করে বসবাস করে।

এশীয় শহরগুলোতে, বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বস্তিবাসনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, T.G. McGee, ১৯৬৭ সালে তাঁর প্রকাশিত বস্তি বিস্তারের মূল কারণ হিসাবে শহর এবং গ্রাম জীবনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও বাসব্যবস্থার সমন্বহীনাতকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। তাঁর এই ধারণা অনেকটাই সঠিক বলে বিবেচনা করা যায়, কেননা বস্তি ও দারিদ্র্যকে আন্তঃসম্পর্কিত করতে গিয়ে ফিলিপাইন্সের The Presidential Commission of Poverty (1991 উদ্ধৃত Gorospe 1991) নামক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, মেট্রোম্যানিলার উপকণ্ঠে শতকরা ৪৪% ভাগ মানুষই শহরের সুবিধাবঞ্চিত, এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে আসছে। আর সেই সাথে তাঁদের মধ্যে ৪.১ ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ম্যানিলার এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে আরও বেশী সমস্যা-সংকুল করে তুলেছে। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক এমন একটি শহর, যেখানে ২.৪ মিলিয়ন লোকই দারিদ্র সীমার নীচে বস্তিতে বসবাস করে আসছে, এবং এদের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধীরে বস্তিজীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে বলে উল্লেখ করা হয় (Gorospe 1991)। একইভাবে, দক্ষিণ এশীয় দেশ ভারতের শহরাঞ্চলেও, অস্বাভাবিকভাবে বস্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে, এবং এই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর ২৪ ভাগেরও বেশী লোক এই শহরগুলোতে দারিদ্রসীমার সীমার নিচে বসবাস করছে (McGee 1967) । এর মধ্যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ শহরগুলোর ফুটপাতে, এবং শহুরে জনগণের মধ্যে অন্তত শতকরা ৩১ ভাগ মানুষ বস্তি এলাকায় স্থায়ীভাবে বাস করছে। ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম শহর হায়দারাবাদে শতকরা ২০ ভাগ মানুষ বস্তিতে বাস করছে। প্রায় চার দশক আগে, T.G. McGee তাঁর প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ করেন যে এখনও প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে দিল্লীর সংশ্লিষ্ট বস্তি

গুলোতে বসবাস করছে, এবং ভারতের অন্যান্য আরও কয়েকটি শহরের ন্যায়, দিল্লীতে এই বস্তিবাসীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

ভারতের অনুরূপ, বাংলাদেশের শহরগুলোতেও বস্তির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলতঃ বস্তি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি শহরেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সংযোজিত হয়ে গেছে, এবং বিশেষ করে, ঢাকা নগরীকে অনেক নৃবিজ্ঞানীরা 'বস্তির শহর' বা 'City of Bastees' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন (দ্রষ্টব্য ঃ Karim, Isa and Moha, 1997)। Farzana Islam তাঁর Women, Employment and the family নামক গবেষণায় বস্তি ও স্কোয়াটার সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় বসবাসরত অনেক দরিদ্র মানুষেরা সরকারি জমি, বিতর্কিত জমি, রেলওয়ে এলাকা এবং আশ্রয়কেন্দ্রিক স্থানগুলোতে বস্তি জীবনে বসবাস করছে। প্রখ্যাত নগরবিদ Professor Nazrul Islam ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬ ভাগ মানুষ বস্তিতে বসবাস করছেন বলে উল্লেখ করেন (দ্রষ্টব্য Islam 1997)। যদিও, এইসব বস্তিতে বসবাসকারীদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না, তবে ১৯৯০ এর দিকে এক গবেষণায় উল্লেখিত হয় যে শুধুমাত্র ঢাকাতেই ৩ মিলিয়ন মানুষ নগরীর বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস করে, যাদের শতকরা ৬০ ভাগই বহিরাগত অভিবাসী (Mahbub and Islam, 1997)। তবে নিঃসন্দেহে এদের সংখ্যা বর্তমানে দ্বিগুণ হয়ে যাবার কথা কেননা, বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে দারিদ্র, মংগা ও আর্থিক দৈন্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষ গ্রাম ছেড়ে কাজের সন্ধানে দ্রুত শহরে চলে আসছে। অতি সম্প্রতি অটোয়া ইউনিভার্সিটির গবেষক ডাক্তার Tiina Podymow (n.d.) তাঁর সহযোগীদের সাথে মিলে ঢাকার বস্তিবাসীদের সামাজিক-স্বাস্থ্য জীবন সম্পর্কে একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন, এবং বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার বস্তিজীবনের স্বাস্থ্য-প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক তথ্য প্রদান করেছেন।

৩. পেনাং এবং ঢাকা : দুই গবেষণা এলাকা সম্পর্কিত একটি অতিসংক্ষেপ ধারণা

পেনাং ও ঢাকা শহর ভিত্তিক বর্তমান গবেষণাকর্মটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে 'দুইটি শহরই মূলতঃ এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শহর, যাদের মধ্যে ঐতিহাসিক সূত্রেও একটি সূক্ষ্ম মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের লিজেন্ড হিসাবে পেনাং ঢাকা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পেনাং, মালয়েশিয়ার একটি বৃহত্তম বন্দর নগরী, এবং বৃটিশরা ১৭৮৬ সালে, এটি মালয়েশিয়ার অন্তর্গত 'কেদাহ-অঙ্গরাজ্যের' সুলতানের কাছ থেকে খরিদ করে (দ্রষ্টব্য: Porter 1972)। ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়া বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, পেনাং মালয়েশিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে, ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী শহর। প্রাক-বৃটিশ ও বৃটিশ শাসনামল থেকেই, ঢাকা সুবেহ বাংলার রাজধানীর মর্যাদা পায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান শাসনামলে, এটি পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ছিল; কিন্তু পাকিস্তানিদের সাথে অসুখী

অবস্থানের কারনে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এটি বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদা পায় (Karim 1987)।

৪. বস্তিবাসীদের এথনিসিটি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান

বস্তিজীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটি অনুমান করা অসুবিধাজনক নয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বস্তিআবাসনের ধরণের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এগুলো কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। সঙ্গত কারণেই তাই, পেনাং এবং ঢাকার গবেষিত বস্তি বাসীদের আর্থ-সামাজিক প্রোফাইলের একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে তুলে ধরা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে এ সম্পর্কে একটি নিখুঁত বিশ্লেষণ দেখান হয়েছে।

(ক) এথনিসিটি ও বস্তিবাসীদের বয়স-কাঠামো ভিত্তিক বিভাজন।

গবেষণা উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিবাসীদের বয়স, তুলনামূলকভাবে কম, কেননা গবেষকদের নমুনার ২৫০টি পরিবার প্রধানের মধ্যে, ১৩৭ জন (৫৪.৮০%) গৃহ-প্রধানেরই বয়স ৩৫ বছরের নীচে। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে পেনাং-এর অবস্থা একটু ভিন্নতর; কেননা, পেনাং এর মাত্র ৫৯ (২.৬০%) টি পরিবার এই যুবক বয়স-শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত। জাতিগত বিভাজনের ভিত্তিতে পেনাং-এ বসবাসকারী বস্তি বাসীদেরকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮১ (৩২.৪%) জন মালে, ৭১ (২৮.৪%) জন চৈনিক এবং বাকী ৯৬ (৩৮.৮%) জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত, যা মূলতঃ মালয়েশিয়ানদের বহুজাতিক সমাজের একটি স্বচ্ছ চিত্র বহন করে। স্কোয়াটার হিসাবে মালয়েশিয়াতে ভারতীয়দের সংখ্যা একটু বেশী হবার কারণ হলো এই যে আর্থিক দিক থেকে এরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, ঢাকার শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী বাঙ্গালি। জেলাভিত্তিক বিভাজনের দিক থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বস্তিবাসীরা দেশের মোট ১২টি বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় এসেছে, এবং এর মধ্যে শতকরা ৪৮.৪ ভাগ পরিবার এসেছে বরিশাল জেলা থেকে। এছাড়াও ফরিদপুর (১৬%), ময়মনসিংহ (১০.৪%), ঢাকা (৯.৬%) এবং অন্যান্য জেলা থেকে আসা মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

পেনাং এর দুইশত পঞ্চাশটি বাস্তিবাসী পরিবারের আকার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় যে এদের পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৭২, এবং ঢাকার বস্তিতে তা হলো ৪.২২। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিবাসী পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা জাতীয় পর্যায়ের চাইতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম; এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিবাসীদের বেশীর ভাগই কমবয়সী অবিবাহিত যুবক। তবে পেনাং এর গড় পরিবারের আকার সেই দেশের জনসংখ্যার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, এবং এর মূল কারণ হলো এই যে, তাঁরা তাদের স্কোয়াটার জীবনে পরিবারের সকলকে নিয়ে একত্রে বসবাস করে।

বস্তিবাসীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মূল জনগোষ্ঠীর চাইতে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে 'বস্তিবাসীরা শুধু অশিক্ষিতই নয়, তারা নিরক্ষরও বটে' প্রাসঙ্গিকভাবে এই বক্তব্যটি ঢাকার বস্তিবাসীদের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সত্য। কেননা, ঢাকার চার-পঞ্চমাংশের ও বেশী (৮২%) বস্তিবাসী সম্পূর্ণ নিরক্ষর। এই সংখ্যা পেনাং এর তুলনায় একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক, যেখানে পেনাং এর মাত্র শতকরা ১১% লোক নিরক্ষর। বরং লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে পেনাং এর প্রায় অর্ধেক (৪৭.৬%) বস্তিবাসীই অন্ততপক্ষে, তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বস্তিবাসীরা কার্যতঃ বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে থাকে। তবে সাধারণভাবে পেনাং এর অধিবাসীরা বেশীর ভাগই (৪১.২%) সরকারী বা বেসরকারী কারখানাতে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কার্যরত। অন্যদিকে, ঢাকার বস্তিবাসীদের মূল পেশা হলো: রিক্সাচালান (৩৯.৬০%), এবং শ্রমিক হিসাবে বেসরকারী গার্মেন্টস বা অন্যান্য কারখানাতে কাজ করা। পারিবারিক মাসিক আয় ও সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আর্থিক দিক থেকে পেনাং-এর বস্তিবাসীরা ঢাকার বস্তি বাসীদের চাইতে অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থায় বাস করে; কেননা পেনাং এর একজন বস্তিবাসী ঢাকার চাইতে তিনগুণ অধিক অর্থ উপার্জন করে থাকে।

(খ) বস্তিবাসীদের বাস-ব্যবস্থার ধরণ, রান্নায় জ্বালানীর ব্যবহার

শহরের বস্তিতে বসবাসকারী জনগণের নাগরিক সুবিধা পাওয়া যদিও অত্যন্ত যৌক্তিক ও মৌলিক অধিকার, তথাপিও পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই বস্তিবাসীদের জীবন প্রণালী, বাস-ব্যবস্থার ধরন অত্যন্ত নিম্নমানের। এই অনুমিত সিদ্ধান্তটি বাস্তবে প্রমানীত হয় তখনই যখন দেখা যায় যে ঢাকার শতকরা ৯৯ ভাগ বস্তিবাসী অত্যন্ত নিম্ন মানের কুঁড়েঘরে বাস করে থাকে। এইসব কুঁড়েঘরগুলো কাঁদামাটি, ছেঁড়া কাঁথা, গাছের পাতা, ভাঙ্গা টিন, প্লাসটিক ও পলিথিন দ্বারা আচ্ছাদিত। বাড়ীঘরগুলোর মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা গন্ধ, স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে এবং সম্পূর্ণভাবে বসবাসের অনুপযোগী। সেই তুলনায় পরিবেশগত দিক থেকে, পেনাং-এর অবস্থা অনেকটাই ভাল; প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীই ইটের তৈরী। যদিও পেনাং এর স্কোয়াটার অধিবাসীদের বাড়ীর মধ্যে কক্ষ সংখ্যা অপর্যাপ্ত, তথাপি এগুলো ঢাকার মত অস্বাস্থ্যকর নয়।

সারণী-১ : বস্তিবাসীদের স্থায়ী আবাসিক পটভূমি এবং অভিভাসনের ধারা

যে জেলা থেকে এসেছেন (Place of Origin)	কেন্দ্রীয় শহর এলাকা	প্রান্তিক শহর এলাকা	ঢাকার বস্তিতে স্থায়ী বসবাসের স্থানসমূহ				মোট
			পুরাতন শহর	মোহাম্মদপুর	কল্যাণপুর	রেলওয়ে এলাকা	
১. বরিশাল	১২(২৫.৫%)	৪(২৩.৫%)	--	৯২(৫৮.২%)	৫(৩১.৩%)	৮(১০০%)	১২১
২. চট্টগ্রাম	--	--	--	১(০.৬%)	--	--	১
৩. কুমিল্লা	২(৪.৩%)	--	--	৫(৩.২%)	১(৬.৩%)	--	৮
৪. ঢাকা	৯(১৯.১%)	--	১(২৫.%)	১১(৭.০%)	৩(১৮.৮%)	--	২৪
৫. ফরিদপুর	৬(১২.৮%)	১(৫.৯%)	৩(৭৫.%)	২৭(১৭.১%)	৩(১৮.৮%)	--	৪০
৬. যশোর	৫(১০.৬%)	৮(৪৭.১%)	--	--	--	--	১৩
৭. খুলনা	১(২.১%)	৩(১৭.৬%)	--	১(০.৬%)	--	--	৫
৮. ময়মনসিংহ	৭(১৪.৯%)	১(৫.৯%)	--	১৫(৯.৫%)	৩(১৮.৮%)	--	২৬
৯. নোয়াখালী	৩(৬.৪%)	--	--	২(১.৩%)	১(৬.৩%)	--	৬
১০. পাবনা	--	--	--	১(০.৬%)	--	--	১
১১. রংপুর	১(২.১%)	--	--	১(০.৬%)	--	--	২
১২. সিলেট	১(২.১%)	--	--	২(১.৩%)	--	--	৩
	৪৭(১৮.৮%)	১৭(৬.৮%)	(১.৬%)	১৫৮(৬৩.২%)	১৬(৬.৪%)	৮(১০০%)	২৫০

সারণী-২ : ঢাকার বস্তিবাসীদের বয়স ও এলাকাভিত্তিক স্থানিক বিভাজন

ঢাকায় স্থায়ীভাবে বস্তিবাসীর বাস-এলাকা (Place of Settlement)	যুবক (৩৫ বছর পর্যন্ত)	মাঝামাঝি বয়স (৩৬-৫০)	বয়স্ক (৫১ বছর ও তদূর্দ্ধে)	মোট
কেন্দ্রীয় ঢাকা*	২৫(১৮.১%)	২১(২২.৩%)	১(৫.৬%)	৪৭
ঢাকার প্রান্তিক নগর এলাকা**	১৫(১০.১%)	২(২.২%)	৩	১৭
পুরাতন শহর এলাকা	৩(২.২%)	৩	১(৫.৬%)	৪
মোহাম্মদপুর বস্তি	৪২(৫৯.৪%)	৬০(৬৩.৮%)	১৬(৮৮.৮%)	১৫৮
কল্যাণপুর বস্তি	১(৬.৫%)	৭(৭.৪%)	৩	১৬
কমলাপুর রেলওয়ে এলাকা	৪(২.১%)	৪(৪.৩%)	--	৮
	১৩৮(১০০%)	৯৪(১০০%)	১৮(১০০%)	২৫০(১০০%)

* ঢাকা কেন্দ্রীয় শহর অবস্থান বলতে এখানে ধানমন্ডি, নীলক্ষেত, গুলিস্তান, মতিঝিল ও নিউমার্কেট সংলগ্ন এলাকাকে বুঝান হয়েছে।

** প্রান্তিক নগর এলাকা বলতে বুঝায় মিরপুর, গাবতলী এবং তার সংশ্লিষ্ট এলাকা; অন্যদিকে পুরাতন ঢাকা বলতে বুঝায় নবাবপুর, ইসলামপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকা।

ঢাকায় বস্তি এলাকাগুলোতে প্রবেশ করবার জন্য প্রয়োজনীয় কোন রাস্তা নেই, গ্রামের জমির আইলের মত সরু গলি পথই তাদের এলাকগুলোর প্রবেশ পথ, এবং বাড়ীগুলোর একটির সাথে অন্যটি গায়ে গায়ে লাগানো। এইসব রাস্তায় কোন ফুটপাত নেই এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে এলাকাগুলো সম্পূর্ণভাবে স্যাঁতস্যাঁতে ও বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, পেনাং এর শতকরা ৯৫টি গৃহে বড় রাস্তার এর মাধ্যমে গৃহে প্রবেশের সুবিধা থাকলেও, ঢাকাতে ৬৭% গৃহে, এই সুবিধা দেয়া সম্ভব হয়না। এখানে উল্লেখ্য যে তুলনামূলকভাবে, ঢাকায় বস্তিগুলোর এই সুবিধা না দেবার কারণ হলো, এইসব বস্তিগুলো রাস্তার পাশে সরকারী জমিতে এবং রেল লাইনের পাশে এলোমেলোভাবে গড়ে উঠেছে।

মালিকানার দিক থেকে পেনাং এর অধিকাংশ স্কোয়াটার পরিবারগুলোর (৬৭%) মালিকগৃহে বসবাসকারী ব্যক্তি নিজেই; কিন্তু অন্যদিকে, ঢাকায় বেশীরভাগ (৬৫.৬%) পরিবারগুলো হবে না। ভাড়া নেয়া ঘরে বাস করে থাকে। যদিও এই বস্তিগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারী খাস জমির উপর গড়ে উঠেছে, তথাপি এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে বস্তিপ্রভূ নামে কথিত কিছু মাস্তান, যারা জোরপূর্বক এইসব সরকারী ও বেসরকারী ফাঁকা জায়গাগুলো বছরের পর বছর তাদের দখলে রেখেছে এবং পরোক্ষভাবে বস্তিবাসীদেরকে শোষণ করে চলেছে। তথ্য থেকে এটিও জানা যায় যে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রয়ে তাদের

দলীয় ভোট-ব্যাংক হিসাবে কাজ করবার জন্য এরা অনেকেই মাস্তানদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে (দ্রষ্টব্য: আরও অধিক তথ্যের জন্য দেখুন: Karim et.al. 1997)।

সারণী-৩ : পেনাং শহরের স্কোয়াটার পরিবারগুলোর জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় ও বয়সের হিসাব

জাতিগত পরিচয় (মোট পরিবারের সংখ্যা ২৫০)	যুবক শ্রেণী (৩৫ বছর পর্যন্ত বয়সের পরিবার প্রধান)	মধ্যবয়সী পরিবার প্রধান (৩৬-৫০ বছর পর্যন্ত)	বয়স্ক শ্রেণী (৫১ +)	মোট (%)
মালয়ান*	২৫(৪২.৪%)	২৮(২৬.৪%)	২৮(৩২.৬%)	৮১
চৈনিক**	৮(১৩.৫%)	২৯(২৭.৪%)	৩৪(৩৯.৫%)	৭১
ভারতীয়***	২৮(৪.৭%)	৪৮(৪৫.৩%)	২৪(২৭.৯%)	৯৬
অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী	২(৩.৪%)	--	--	২
	৫৯(১০০%)	১০৫(১০০%)	৮৬(১০০%)	২৫০

* ৮১ জন মালে পরিবার মধ্যে, ৪৯ জন (৬০.৪৯%) পেনাং এর স্থায়ী বাসিন্দা যারা পার্শ্ববর্তী বাটারওয়ার্থ এবং জর্জটাউন এলাকা থেকে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য এখানে এসেছে।

** অন্যদিকে ৭১ জন চৈনিক স্কোয়াটার-পরিবারের মধ্যে, ৬৮ টি (৯৫.৭৭%) পরিবারই অনেক আগে থেকেই পেনাং এ বসবাস করে আসছে।

*** অনুরূপভাবে ৯৬ জন ভারতীয়ের মধ্যে, ৭১টি (৭৩.৯৬%) পরিবারই পেনাং এর অধিবাসী এবং বাকি ২৫টি (২৫.০৪%) পরিবার এসেছে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে।

(গ) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রসঙ্গ

পর্যাপ্ত পরিমানে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়া নাগরিক জীবনের আরও একটি নূন্যতম অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সিভিল সোসাইটির একজন মানুষ হিসাবে, শহুরে পৌর কর্পোরেশনের কাছ থেকে এই ধরনের নাগরিক সুবিধা যে কোন সাধারণ মানুষই দাবী করতে পারেন। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় এই যে সাধারণভাবেই বস্তিবাসীরা সর্বক্ষেত্রেই, সেই জীবনসেবা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে। তবে পেনাং এর স্কোয়াটার বস্তি বাসীদের অধিকাংশ (৮৬.৪%) বাড়ীতে পানির এই সুবিধাটি আছে, কিন্তু ঢাকায় মাত্র ৬৪% বস্তি পরিবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত পানি ব্যবহার করতে পারছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিগুলো সিটি কর্পোরেশনের যে পানি পাচ্ছে তা কখনই তাদের নিজস্ব বাড়ীতে ব্যবহারযোগ্য কোন সংযোজন লাইন থেকে নয়। মূলতঃ এই ক্ষেত্রে, ঢাকার বস্তিবাসীরা খোলা জায়গায় ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রদত্ত পানির ট্যাপ থেকে তাদের পানীয় জল সংগ্রহ করে থাকে। তথাপি দেখা গেছে যে পরিবারদের মধ্যে ঢাকায় বসবাসকারী বাকী ৩৬% পরিবার, অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু পেনাং এর ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র, ১৪.৬% পরিবার অন্য উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে; তথাপি সেগুলো কোনক্রমেই অস্বাস্থ্যকর নয়।

সারণী-৪ : পেনাং ও ঢাকার বস্তিবাসীদের পেশা সংক্রান্ত তথ্য

প্রধান পেশা	পেনাং (পরিবার সংখ্যা ২৫০)	ঢাকা (পরিবার সংখ্যা ২৫০)
কোনও কাজ করে না	৪২(১৬.৮%)	৬(২.৪%)
গ্রামের বাড়িতে বা এখানে এসেও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কৃষি কাজ করে থাকে	৬(২.৪%)	--
ছোটখাটো দোকানের ব্যবসা	৩৫(১৪%)	১৯(৭.৬%)
সরকারী চাকরী	৫২ (২০.৮)	১৮(৭.২%)
ফ্যাক্টরীর কাজ	৫১(২০.৪%)	--
ভাসমান শ্রমিক*	২৬(১০.৪%)	৬১(২৪.৪%)
রিকশা চালক	--	১১৯(৪৭.৬%)
যে কোনও ধরণের শ্রমের কাজ	--	২০(৮%)
অন্যান্য	৩৮(১৫.২%)	১(০.৪%)
	২৫০(১০০%)	২০৫(১০০%)

* ভাসমান শ্রমিক বলতে এই গবেষণায় তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা নির্দিষ্ট কোনও কাজে নিয়োজিত নয়, বরং তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী কর্ম-প্রাপ্তির ভিত্তিতে যে কোনও কাজেই যুক্ত হতে পারে।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিবাসীরা বাড়ীর বাইরে রাস্তার উপর পানির খোলা কলগুলো থেকে পানি নেবার জন্য দীর্ঘ লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, তারা বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পার্শ্ববর্তী ডোবা, নালা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে। সেই কারণে, এটি লক্ষ্য করা যায় যে, ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিসমূহের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী ও শিশুরা প্রতিনিয়তই পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে (দ্রষ্টব্য: Karim et.al. 1997; Podymow n.d.)। বস্তি সম্পর্কিত গবেষণায় দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর বস্তিসমূহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্যানিটারী সুবিধার অনুপস্থিতি। পেনাং এর উপাত্ত থেকে জানা যায় যে শতকরা ৭০.৮% বাড়ীগুলো সেই দিক থেকে অন্ততঃপক্ষে, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করতে সক্ষম। অন্যদিকে, ঢাকায় ৯৩.৬% বস্তিবাড়ীগুলো বাঁশের তৈরি, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, দুর্গন্ধময় গণশৌচাগার ব্যবহার করে থাকে। আমার ধারণা, গণশৌচাগার ব্যবহার-সংক্রান্ত ঢাকার বস্তিসমূহের এই চিত্র সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবচাইতে করুনতম অবস্থা। আর বাংলাদেশের বস্তিগুলোতে, যত্রতত্র জনসম্মুখে এবং খোলা স্থানে করা একটি সাধারণ এবং নৈমিত্তিক ব্যাপার, যা দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য বস্তিগুলোতেও প্রায়ঃশই লক্ষ্য করা যায় (Clinard 1966)।

বিদ্যুৎ ও বাতির ব্যবহার বর্তমান বিশ্বের মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। শহুরে সমাজে, এটি একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে, যার অনুপস্থিতিতে, জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব। এগুলোর অভাবে, শুধুমাত্র মানুষের জীবনযাত্রার মানই শুধু বাধাগ্রস্থ হয় না, বরং এগুলোর অভাবে, সমস্ত শহর-জীবনের উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পেনাং এ প্রায় ৮৯.৬% ভাগ স্কোয়াটার বাড়ীগুলোতে বিদ্যুৎ সুবিধা আছে, এবং বাকী ১০.৪% পরিবার নিজস্ব বৈদ্যুতিক জেনারেটরও ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ঢাকার বস্তিগুলোর সেই সুবিধা নেই বললেই চলে। ঢাকার অধিকাংশ বস্তিবাড়ীতে (৫৬.৪%) কেরোসিনের বাতি ব্যবহৃত হয়, এবং বাকী ৪৩.৬% বস্তিবাসী লোকেরা অন্য বাড়ী, দোকান অথবা রাস্তায় কোন বৈদ্যুতিক লাইন থেকে অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ নিয়ে থাকে। এতে তারা মাসিক একটা কিস্তির মাধ্যমে টাকা দিয়ে থাকে যা প্রায়ঃশই বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকারীদের যোগসাজসে এবং বস্তিপ্রভূ বা মাস্তানদের সহযোগিতা নিয়ে থাকে। রান্নার ক্ষেত্রে, পেনাং এবং ঢাকার বস্তির মধ্যে বেশ একটা ধরণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পেনাং এর অধিকাংশ বস্তিবাড়ীতে (৮৩.২%) গ্যাস-স্টোভ ব্যবহৃত হচ্ছে; অন্যদিকে, ঢাকার অধিকাংশ বাড়ীর মহিলারা (৭৬.৮%) গাছের ঝরা পাতা ও আর্বজনা পুড়িয়ে রান্নার কাজ করে থেকে। এই ক্ষেত্রে, শিশুরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে মূলতঃ পাতা কুড়ানোর কাজেই ব্যাপৃত থাকে, এবং তাদের মায়েদেরকে রান্নার কাজে সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

৫. উপসংহার এবং বাস্তবসম্মত কার্যকর সুপারিশ

পেনাং এবং ঢাকার বস্তিজীবন সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত তথ্যসমূহ ব্যক্তিগত গবেষণা প্রকল্পের অংশ হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশে অবস্থিত এই দুইটি অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল নগরীর বস্তিজীবনের উপর সংগৃহীত এই তথ্য নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বস্তি সম্পর্কিত গবেষণায় অধিকাংশ গবেষকগণই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে শহরে অবস্থানরত বস্তিবাসীরা মূলতঃ গ্রাম থেকেই শহরে চলে আসে এবং সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই ধরনের সেটেলমেন্ট গুলো গড়ে তোলে। বস্তি-সম্পর্কিত আমাদের এই গবেষণায়ও এই ধারাটি লক্ষ করা গেছে। পেনাং এর অধিকাংশ স্কোয়াটারে বসবাসকারীরা নগর সংলগ্ন আধাশহুরে এলাকাগুলো থেকে এখানে এসে তাদের নিজস্ব আবাসন গড়ে তুলেছে। এই ক্ষেত্রে এদেরকে অনেকটা দিল্লী, মুম্বাই, নাইরোবী, টোকিওর মত অনেক বৃহদাকার শহরগুলোর সাব-আরবান এলাকা থেকে commuter system এর মাধ্যমে প্রতিদিনের কাজের নিমিত্তে আগত জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে, ঢাকার বস্তি বাসীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাগুলো বিশেষ করে, অর্থনৈতিক মন্দা কবলিত গ্রামীণ এলাকভগুলো থেকে কাজের সন্ধানে এখানে এসেছে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে।

ঢাকার বস্তিবাসীদের উপর প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এটি লক্ষ্য করা যায় যে, অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের পরিবার প্রধান এবং অনেকক্ষেত্রে বস্তিতে বসবাসরত অবিবাহিত যুবকরা গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে এসে বস্তিতে বসবাস করতে থাকে। পেনাং এর স্কোয়াটার সেটেলমেন্টে বসবাসকারীদের মধ্যে মালে, চীনা এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিভিন্ন পেশাজীবি ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, ঢাকার বস্তিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি এবং অশিক্ষিত এবং মূলতঃ শ্রমজীবি মানুষ। ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিবাসীদের জীবনধারণ প্রণালী অত্যন্ত করুন; কেননা, এখানে শতকরা ৯৯ ভাগ বস্তিবাসীই জীর্ণশীর্ণ, স্যাঁতস্যাঁতে এবং নোংরা কুঁড়েঘরের মধ্যে, পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। শুধু তাই নয়, ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা এই বস্তিগুলো এখন ঢাকা শহরে চরম পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করছে, এবং সেই সাথে শহুরে নাগরিক জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। স্থানীয় মাস্তানদের ছত্র-ছায়ায় এইসব বস্তিবাসীরা বিশেষ কিছু রাজনৈতিক দলের ভোট-ব্যাংক হিসাবেও কাজ করে। এইসব বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্রাইম এবং জনধিকৃত কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হয়ে থাকে। অনেকটা সেকারণেই, ২০০০ সালের দিকে তৎকালীন সরকার এই বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, বস্তিগুলোকে শহর থেকে স্থানান্তরের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ কিছু এনজিও ও রাজনৈতিক নেতা মানবাধিকার লংঘনের প্রশ্ন তুলে বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছিল, এবং এরই ফলশ্রুতিতে এই বিষয়টি সম্পর্কে তখন কোন সমাধানে পৌছান সম্ভব হয়নি। দেশের নীতি নির্ধারকেরা অনেক ইস্যুতে কার্যতঃ কোন সমাধান সুপারিশ না করে বরং এর মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করিয়ে ইস্যুকে ঘোলা করতে সচেষ্ট হন, এবং বলতে দ্বিধা নেই যে ঢাকার বস্তির ক্ষেত্রে ২০০০ সালে মূলত সেটিই ঘটেছে।

কিন্তু অতি সম্প্রতি মালয়েশিয়া এ সম্পর্কে একটি বিশেষ ধরণের মডেল উদ্ভাবন করেছে, যার মূল কৌশল হলো এই যে, স্কোয়াটারে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে শহর থেকে একটু দুরে কোন অবস্থানে রেখে, সেখান থেকে পরিবহন সুবিধা প্রদান করে শহরের কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা এবং প্রতিদিনকার কাজ শেষ করে আবার তাদেরকে নিজস্ব এলাকায় অবস্থিত আবাসনে ফিরিয়ে নেয়া হয়। এই মডেলটি ঢাকার ক্ষেত্রেও অতি সহজেই প্রয়োগ করা যায়। ঢাকায় বসবাসকারী বস্তিসমূহকে ঢাকার অদূরে গ্রামীণ পরিবেশে সমস্ত প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করে স্থানান্তর করা যায় এবং প্রতিনিয়ত কাজের জন্য তাদেরকে বিশেষ পরিবহনে যাওয়া-আসার সুবিধা প্রদান করে শহরের কেন্দ্রস্থলকে জনচাপ থেকে বিমুক্ত রাখা যায়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক এবং সুশীল সমাজকে এই বিষয়টি ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করা হলো।

টীকা

[১] ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ার পেনাং শহরের স্কোয়াটার পরিবারদের উপর তথ্য সংগ্রহ করার সময়ে, University Science Malaysia তে কর্মরত ছিলাম। দৈবচয়নের মাধ্যমে, শহরের ২৫০ টি পরিবারের উপর এই গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। এই ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে University Science Malaysia-র Center for Policy Research এর সর্বাত্বক সহযোগিতা পেয়েছি যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

[২] অন্যদিকে, ঢাকা শহরের বস্তির উপর গবেষণা তথ্যগুলো ১৯৯৭ সালে সংগৃহীত হয়েছে সম্পূর্ণ দৈবচয়নের ভিত্তিতেই এবং এতে সংগৃহীত ২৫০টি নমুনা পরিবার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। ঢাকা নগরীর বিভিন্ন এলাপকায় অবস্থিত বস্তিসমূহ থেকে এই তথ্যগুলো সংগ্রহীত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের Center for Applied Anthropological Studies and Policy Research সহযোগিতা প্রদান করেছে যার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

References

Abrams, Charles (1964) *Man's Struggle for shelter in an Urbanizing World* Cambridge (Massachussets): MIT Press

Abrams, Charles (1970) Slum in A R Desai and S. Devudas Pillai (eds) *Slums and Urbanization*, Bombay: Popular prokashan

Anderson, Nel (1970) Characteristics of Slums in A R Desai and S. Devadas Pillai (eds) *Slums and Urbanization*. Bombay: Popular Prakashan

Butterworth, D. and J.K. Chancer (1981) *Latin American Urbanization*, New York: Cambridge University Press

Center for Urban Studies (CUS) (1982) The people of Dhaka: A Demographic and Socio-Economic Survey with special reference to Migrant Population of Dhaka Metropolitan Region, Dhaka: *Center for Urban Studies*, University of Dhaka

Clinard, Marshall B. (1966) *Slums and Community Development.* New York: The Free Press

Gorospe. E. (1991) Squatter Setlements of Metro Manila. Unpublished Research Report. Honolulu: *Development of Urban Planning.* Uiversity of Hawai

Gilbert A and Joseph Gugler (1987) *Cities, Poverty and Development*, New York: Oxford University Press

Harris, Negel (1990) Environmental Issues in the Cities of the Developing World. *Working paper no. 21 Development Planning Unit.* August. London: Univerity of London

Islam, Farzana (2001) *Women, Employment and the Family: Poor Informal Sector Women Workers in Dhaka City.* Ph.D. Thesis; University of Sussex, UK

Islam, Nazrul, et.al. (1997) *Addressing the Urban Poverty Agenda in Bangladesh: Critical Issues and the 1995 Survey Findings.* University Press Limited, Dhaka

Karim. A H M Zehadul (1987) An Economic Hinterland, Geographically Disjointed and Lingua-cultural Differences: Three Factors for the Disintegration of Pakistan and the Emergence of Bangladesh. *Asian Profile (Hong Kong), Vol. VII*

Karim. A H M Zehadul, Mohd. Isa bin Hj Bakar and Moha Asri Ahdullah (1997) *A Differential Scenario of the Squatter Settlement Pattern in Asian Cities: A Comrarative Study of the Socio-Economic and Situational Analysis of the Squatters of Penang and Dhaka*: A paper presented at the 9th International Conference on Pacific Rim Council on Urban Developmnet held in Singapore on October 26-29-1997

Mahub, A Q M and Nazrul Islam (1990) Extent and Cause of Migration in to Dhaka. Metropokis and the impact on Urban Environment in A Q M Mahbub (ed) *Proceeding of the semina on people and Environment in Bangladesh:* Dhaka. UNDP and UNFPA

Mangin, William. (1967) Latin America Squatter Settlemnet: A Problem and a Solution *Latin American Research Review* 2, pp. 65-98

Mangin. William (1972) *Squatter Settlements in Biology and Culture in Modern perspectives Readings for Scientific American*, San Frafncisco

McGee, T.G. (1967) *The Southeast Asian City: A Social Geography of Private Cities of Southeast Asia.* New York: Frederick A Praeger

Moha Asri, Abdullah and Mohd. Isa bin Hj Bakar (1997) The Other Side of the Squatter Settlement in Developing Countires: A Case of Penang. Paper presented in the *Third ASEAN Inter University Seminar on Social Development Held in Pekanbaru Indonesia* in June 16-19

Podymow, Tiina et.al., (n.d.) *Health and Social Conditions in the Dhaka Slums.* University of Ottawa, Canada

Porter, George. W. (1972) *Penang.* Singapore: Asia Press

Rowshan Qadir, Syeda (1975) *Bastees of Dhaka: A Study of Squatter Settlements.* Dhaka. Local Government Institute

Wan-Halim Othman. (1982) *Squatter Communities in the Federal Territory: A Study of the Profile and Dynamics of the Squatter Settlements in Kuala Lumpur. Penang: Center for Policy Research.* University Sains Malaysia